রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "প্রতিটি রোগের প্রতিকার রয়েছে। অতএব রোগে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়।" (সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৪)

জ্বীন যাদু ও ব্যথার জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চিকিৎসা ব্যবস্থা

Jinn, Black Magic, Evil Eye & Hijama

The Prophetic Medicine

Pain Management

সংকলণে:

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী

সম্পাদনায়:

শায়খ মুনীরুদ্দীন আহমদ

জ্বীন যাদু ও ব্যথার জন্য
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চিকিৎসা ব্যবস্থা
The Prophetic Medicine

হিজামা (সিংগা) থেরাপী, রুকিয়াহ শারি'আহ (শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক), মধু, কালোজিরা, যয়তুন তেল থেরাপী, ওয়াটার থেরাপী

Hijama (Cupping), Ruqyah syariah (Spiritual Healing Treatment of Jinn Affliction, Black Magic and Evil Eye In The Light of Qur`an & Sunnah), Heaney, Black Seed, Olive oil, Water Therapy

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "প্রতিটি রোগের প্রতিকার রয়েছে। অতএব রোগে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়।" {সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৪}

সংকলণেঃ

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী

হিজামা এন্ড রুকিয়াহ স্পেশ্যালিষ্ট
কো-অডিনেটর, এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)
এসেসর (সাবেক), হেল্‌থ এন্ড সোস্যাল কেয়ার, পি.এস.ডি.আই

সম্পাদনায়ঃ

শায়খ মুনীরুদ্দীন আহমদ

RUQYAH SHARIAH & HIJAMA THERAPY CENTER SYLHET.

রুকিয়াহ শারি'আহ এন্ড হিজামা থেরাপি সেন্টার সিলেট

প্রধান কার্যালয়: ৩/১ কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।
যোগাযোগ: ০১৭১২৬৬৮৩৪৫; ০১৯২০৭৩৭৭৩০
www.facebook.com/rhsylhet

প্রাপ্তিস্থানসমূহ

১। **ই.সি.এস লাইব্রেরী,** ৩/১ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, বন্দরবাজার, সিলেট।
মোবাঃ ০১৯২০-৭৩৭৭৩০।

২। **দারুস সালাম লাইব্রেরী,** ইয়াকুব উল্লাহ মসজিদ কমপ্লেক্স, কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। মোবাঃ ০১৯৬৭-৪২০৫৩২।

৩। **দারুল হুদা লাইব্রেরী,** (প্রাইম ব্যাংকের বিপরীত) বাণিজ্যিক এলাকা, হবিগঞ্জ।
মোবাঃ ০১৮৪৫-৯৭৯৬৩৪।

৪। **ডাঃ রেজাউল করিম,** বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
মোবাঃ ০১৭২৭-১১৬৬৩৫।

৫। **দ্যা হিজামা থেরাপী বাংলাদেশ,** ঢাকা।
মোবাঃ ০১৮৩৪-১৮০৯৮০।

৬। **এখলাস হিজামা এন্ড রুকিয়াহ সেন্টার,** শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭২৭-২০৯৪৯৭।

৭। **ডাঃ সাইদুল ইসলাম,** ধানমন্ডি ঢাকা।
মোবাঃ ০১৬১২-৮৭৭৪৬৪।

৮। **উস্তার হুসাইন,** চট্টগ্রাম।
মোবাঃ ০১৭১৬-৩৯৯৯৫০।

৯। **তাওহীদুল ইসলাম,** ঠাকুরগাঁ।
মোবাঃ ০১৭১৮-২৬৭০২৭।

১০। **শাখাওয়াত হুসাইন,** ফেনী। মোবাঃ ০১৮৫৯৪৪৮৬৭৩।

প্রকাশকাল
জিলহাজ্ব- ১৪৩৬ হিজরী।
সেপ্টেম্বর-২০১৫ ঈসায়ী।

শুভেচ্ছা মূল্য
১০০/= (এক শত) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে
মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট।
মোবাইল : ০১৭১২ ৫০ ৫২ ৩৬

সূচীপত্র

শুরু কথা	০৫
চিকিৎসা সম্পর্কে জরুরী দু'টি কথা	০৮
প্রথম অধ্যায়ঃ হিজামা	**০৯**
হিজামা করা সুন্নাহ	০৯
হিজামা সংক্রান্ত কিছু সহীহ হাদীস	১০
হিজামা ফেরেস্তাদের দ্বারা সুপারিশকৃত	১১
সিয়াম ও ইহরাম বাধা অবস্থায় হিজামা	১২
মাথা ব্যথায় হিজমা	১২
জ্ঞান ও স্মৃতিবর্ধক	১২
বিষ-ব্যথা	১৩
হিজমা করার স্থানসমূহ	১৩
মহিলাদের জন্য হিজমা	১৪
হিজামার পারিশ্রমিক নেওয়া কি অবৈধ?	১৪
বৈধতার হাদীস সমূহ	১৫
হিজমার জন্য প্রস্তুতি	১৬
হিজামার উত্তম সময় সমূহ	১৬
হিজমার জন্য উত্তম দিন, সোম, মঙ্গল, ও বৃহস্পতিবার	১৬
হিজমা লাগানোর সময় মনের অবস্থা	১৭
হিজমা থেরাপী	১৭
হিজমার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা হয়	১৭
বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসার স্থান নির্দেশিকা	১৮
চিত্রে হিজমা করা স্থান নির্দেশিকা	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রুকিয়াহ শারি'আহ ঝাড়-ফুঁক	**২৯**
রুকিয়াহ- ঝাড়-ফুঁক দু'প্রকার	২৯
অবৈধ ঝাড়-ফুঁক	২৯
যাদুকর সাহিত্য চেনার উপায় ও আলামত	৩২
বৈধ ঝাড় ফুঁক ও এর শর্তাবলী	৩৩

রুকিয়াহ এর বৈধতা সংক্রান্ত হাদীস ৩৪
রুকিয়াহ শির্কমুক্ত হতে হবে ৩৫
রুকিয়াহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মর্ম বিরোধী নয় ৩৫
রুকিয়াহ শারি'আহ এর মাধ্যমে যেসব রোগের চিকিৎসা করা যায় ৩৬
রুকিয়াহ শারিয়াহ এর চিকিৎসা ৩৭
মানসিক রোগ ও প্রতিকার ৩৭
ঔষধের সাথে রুকিয়াহ ৩৮
জ্বীনে ধরার কারণসমূহ ৩৯
জ্বীনের আছর থেকে বাঁচতে হলে যা যা করতে হবে ৪০
বদনজর ৪১
নিজের বদনজর থেকে অন্যকে রক্ষা করার দু'আ ৪১
মানুষের বদনজর থেকে নিজেকে রক্ষার দু'আ ৪১
বদ-নযরের আশংকা থাকলে যা বলবে ৪২
আত্মীক রোগ-ব্যাধীর কিছু লক্ষণীয় উপসর্গ ৪২
রুকিয়াহ শারি'আহ এর বিনিময় গ্রহণ ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়: কতিপয় চিকিৎসা উপাদান: ৪৬
মধু ৪৭
যাইতুনের তেল ৪৭
কালো জিরা ৪৭
ওয়াটার থেরাপী: ৪৭
আজওয়া খেজুর: ৪৭
মেহেদীর ব্যবহার: ৪৭
ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) প্রসঙ্গে: ৪৭
তথ্যসুত্র: ৪৮

শুরু কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করতঃ তাঁর নিকটে ক্ষমা ও সঠিক পথের সন্ধান কামনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং অসৎ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন অন্য কেউ তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারবে না। এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ বা ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Complete way of life)। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন আল-ইসলাম মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর সর্বশেষ ও চুড়ান্ত বার্তাবাহক মুহাম্মদ (সা.) মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সব বিভাগের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি যে দিক নির্দেশনা দান করে গেছেন তা বিশাল গবেষণা (Research) এর বিষয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন, 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ'।[১] কুরআনুল কারিমের মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার শেফা ও নিরাময় রয়েছে। অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীতে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা বা আদর্শ'।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: পরিষ্কার-পরিচ্ছতা, প্রবিত্রতা, ওজু, গোসল, ফরজ গোসল, খতনা, হিজামা, নাভীর নিচের ও বগলের লোম পরিস্কার করা, নখ কাটা, মেসওয়াক করা, পেশাব-পায়খানা ও পানাহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি। মধু, কালোজিরা, দুধ, আজওয়া খেজুর, মাসরূম, মেহদী, যায়তুন ইত্যাদি দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান। জ্বিন, যাদু, বদনজর, বিষাক্ত প্রাণীর ছোবল ও বিভিন্ন প্রকারের রোগ থেকে আত্মরক্ষা ও

---

১. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮২।
২. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত-২১ ।

প্রতিষেধক হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহের শিক্ষা দান। তাছাড়া রোগীর পরিচর্যা, সাক্ষাত ও দেখা শুনার বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর মহান শিক্ষা চিকিৎসা জগতে চির অম্লান হয়ে আছে।

আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সুন্নাহ সম্মত দুটি চিকিৎসা পদ্ধতি ও আনুসাঙ্গিক কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছি। হিজামা ও রুকিয়া শারি'আহ-শরিয়ত সম্মত ঝাড়-ফুক সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস তুলে ধরেছি। তবে পাঠকবর্গ জেনে খুশি হবেন যে, আমরা উক্ত দু'টি বিষয়ের শুধু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হইনি। বরং বাস্তবে আমলের জন্য "রুকিয়াহ শারি'আহ এন্ড হিজামা থেরাপী সেন্টার, সিলেট" প্রতিষ্ঠা করেছি। যা ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সিলেটের শাহপরাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে এটাই প্রথম প্রতিষ্ঠানিক সুন্নাহ ভিত্তিক চিকিৎসা কেন্দ্র।

আমাদের সমাজে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে অসংখ্য বিভ্রান্তি রয়েছে। এমনকি শরিয়তি চিকিৎসা বিভাগেও ব্যাপক বিভ্রান্তি ও দুর্নীতির মহড়া চলছে। এক শ্রেণীর মৌলভীরা শরিয়তী চিকিৎসার নামে সমাজে কুফরী-শিরকী মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুক যাদু-টোনা ও তাবিজাতীর অবৈধ্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। লজ্জাজনক হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর অসাধু ইমাম, মৌলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, শায়খুল হাদীস এবং মুহতামীম সাহেবও এই অবৈধ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। তারা দুনিয়াবী সামান্য ফায়দা হাসিলের জন্য এদেশের সহজ-সরল ধর্ম ভক্ত মানুষের ঈমান ও সম্পদ উভয়টি হাতিয়ে নিচ্ছেন। তারা বিপদ গ্রস্থ লোকের জন্য খতমে নারী, খতমে বুখারী, খতমে খাজাগান পড়া ও ভুল পদ্ধতিতে ইস্তেখারা করে সাধারণ মানুষের টাক-পয়সা লুটে-পুটে খেতেও উস্তাদ। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! অধিকাংশ আলেম ও ধর্মযাজকগণ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে-বাতিল তরিকায় ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে.....{আল-কুরআনুল কারীম, সূরা তাওবা, আয়াত-৩৪}।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত, শরীয়ত বিরোধী ঝাড়-ফুক, যাদু-টোনা ও তাবিজাতী করা কখনো সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ পরিপন্থি কাজ কখনো ইসলামী হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম এর বুঝ-সমঝ মতে কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরিকাই একমাত্র

সঠিক তরিকা। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণ সবাই এই সহীহ তরিকার অনুসারী ছিলেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমাদের লক্ষ্য হলো হক প্রকাশ ও বর্ণনা করা। আমাদের আকাঙ্খা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমাদের এই পুস্তকে যদি কেউ সত্য ও হক্ব এর বিপরীত কোন কিছু পান তাহলে আমাদেরকে সত্যের উপদেশ দেওয়া তার পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ সে বান্দার সাহায্যে আছেন যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতা, ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করুন, নেক আমলের তাওফীক দান করুন, শান্তির পথ প্রদর্শন করুন। মুহাম্মদ (সা.) এবং তার বংশধর, সাহাবা ও তাবেঈনের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন!

সংকলক

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী

চিকিৎসা সম্পর্কে জরুরী দু'টি কথা

দুঃখ-কষ্ট দুর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দাগণ একমাত্র তাঁর কাছেই ভালো-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোনো মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম। মাধ্যম দুই প্রকার। (১) শরীয়তী মাধ্যম (২) প্রকৃতিগত মাধ্যম

• **শরীয়তী মাধ্যমঃ** যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমনঃ দু'আ এবং শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক। শরীয়তী মাধ্যমসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দূরীভূত করে।

সুতরাং এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই এগুলি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, এগুলি হচ্ছে মাধ্যম। তাই ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহরই উপর, মাধ্যমের উপর নয়। কেননা, তিনিই এই সমস্ত মাধ্যম সমূহ তৈরী করেছেন। এগুলো দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল দান করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। অতএব, শুরু থেকে শেষ তথা সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল (ভরসা) থাকতে হবে তাঁরই উপর।

• **প্রকৃতিগত মাধ্যমঃ** এটা হচ্ছে বস্তু এবং তার প্রভাবের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, যা খুবই স্পষ্ট। এমনকি মানুষ সেটা বাস্তবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। যেমনঃ পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। শীতবস্ত্র শীত নিবারণের মাধ্যম। তদ্রূপ বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী করা ঔষধ রোগ জীবানু ধ্বংস করে থাকে। এ সবই হচ্ছে প্রাকৃতিক মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ 'আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।[৩] ঔষধ ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যিনি এ সমস্ত জিনিসে নির্দিষ্ট গুণাবলী দান করেছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এসব গুণ বাতিল করে দিতে পারেন। যেমনঃ বাতিল করেছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের দাহণ শক্তি।

---

৩. সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৭৮; সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৩৮; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৩৬।

প্রথম অধ্যায়: হিজামা

হিজামা কি? হিজামা একটি ইসলামিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। হিজামা (حِجَامَة) আরবী শব্দ আল-হাজম থেকে এসেছে। যার অর্থ চোষা বা টেনে লওয়া। আধুনিক পরিভাষায় Cupping (কাপিং)। হিজামা এক ধরণের চিকিৎসা যার মাধ্যমে দুষিত রক্ত (Toxin) বের করা হয়। এতে শরীরের মাংস পেশী সমূহের রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়। এর মাধ্যমে পেশী, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভিতরের অরগান সমূহের কার্যকরীতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীর সতেজ ও বলবান হয়।

হিজামা বা Wet Cupping অতি প্রাচীন মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট হিসাবে আরববিশ্বে জনপ্রিয়। নির্দিষ্ট স্থান থেকে ধারালো সূচের স্পর্শ দিয়ে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে (টেনে/চোষে) নিঃস্তেজ প্রবাহহীন দুষিত রক্ত বের করে আনা হয়। এ হিজামা থেরাপী (Controlled Bloodletting) ৩০০০ বৎসরেরও পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা ক৪২রছেন, করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। হিজামা থেরাপী মধ্যপ্রাচ্য থেকে উৎপত্তি হলেও চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে চীন, ইন্ডিয়া ও আমেরিকায় বহু পূর্বে থেকে প্রচলিত ছিল। ১৮ শতক থেকে ইউরোপেও এর প্রচলন রয়েছে। শরীরের ব্যথ্যাযুক্ত স্থান থেকে হিজামার মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ দুষিত রক্ত বের করে আনার মাধ্যমে রোগী আরোগ্য লাভ করেন এবং ব্যথ্যা মুক্ত হন, আর শরীরের মধ্যে ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিজামা করা সুন্নাহ

হিজামা (Cupping) একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। বহু সহীহ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণীত। হিজামা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি (The Prophetic Medicine) এর অন্তর্ভূক্ত একটি চিকিৎসা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামার উপকারীতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, নিজে ব্যবহার করেছেন এবং হিজামা ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

হিজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা করেছেন উনার মাথায়

মাইগ্রেইন এর জন্য,[৪] পায়ে,[৫] পিঠে পিঠের ব্যথার জন্য দুই কাধের মধ্যে,[৬] ঘাড়ের দুটি রগের উপর[৭] ও হাড় মচকে গেলে[৮]।

হিজামা সংক্রান্ত কিছু সহীহ হাদীসঃ

আনাস বিন মালিক (রা.)-এর নিকট হিজামা বৃত্তির উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা (নিজ শরীরে) লাগিয়েছেন। আবু তায়বা তাকে হিজামা করেছেন। তাকে দুই সা (প্রায় ৫কেজি) খাদ্য বস্তু দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করেন। এতে তারা তার উপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন: তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও হিজামা সে সবের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।[৯]

• আমর বিন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা.) হিজামা লাগাতেন এবং কোনো লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না।[১০]

• 'আসিম বিন উমার বিন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রা.) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন: আমি সরবো না, যতক্ষণ না তাকে হিজামা লাগানো হয়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় এর (হিজামার) মধ্যে রয়েছে নিরাময়।[১১]

• ইব্নু আববাস (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে। হিজামা লাগানো, মধু পান করা এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।[১২]

---

৪. সহীহুল বুখারী, হা/৫৭০০, ৫৭০১; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
৫. সুনান আন-নাসাঈ, হা/২৮৫২; (মিনা বুক হাউস)।
৬. সুনানে আবু দাউদ, হা/৩৮৫৯; সানাদ সহীহ।
৭. সুনানে আবু দাউদ, হা/৩৮৬০; সানাদ সহীহ।
৮. সুনানে আবু দাউদ, হা/৩৮৬৩; সানাদ সহীহ ।
৯. সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৩০; (হাদীস একাডেমী)।
১০. সহীহুল বুখারী, হা/২২৮০; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
১১. সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৯৭; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
১২. সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৮১; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।

• ইব্নু আববাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মাথা ব্যথার কারণে নবী (সা.) ইহরাম অবস্থায় 'লাহয়ি জামাল' নামক একটি কূপের নিকট মাথায় শিংগা লাগিয়েছেন। অন্যত্র ইব্নু আববাস (রা) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অর্ধ মাথা ব্যথার কারণে তাঁর মাথায় শিংগা লাগিয়েছেন।[১৩]

• আসেম বিন উমার বিন কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) আমাদের বাড়িতে আসেন। বাড়ির একটি লোক তার ক্ষতে রোগের কথা বলল। জাবির (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি অসুবিধা? সে বলল, ক্ষত হয়েছে যা আমার কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাবির (রা.) বলেন, বৎস! আমার কাছে একজন হিজামাকারী ডেকে নিয়ে এসো। সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! হিজামাকারীকে দিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন, ক্ষতস্থানে হিজামা করাতে চাই। সে বলল, আল্লাহর শপথ! মাছি আমাকে উত্যক্ত করবে কিংবা (ক্ষতস্থানে) কাপড় লেগে গেলে আমার কষ্ট হবে। হিজামা করাতে তার অসম্মতি দেখে জাবির (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "ঔষধ হলে: (1) হিজামা করানো, (2) মধু পান করা এবং (3) আগুনের টুকরা দিয়ে দাগ দেয়া"। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন: আমি ব্যক্তিগতভাবে আগুন দিয়ে দাগ লাগানো পছন্দ করি না। রাবী বলেন, অতঃপর হিজামাকারী আসলো এবং তাকে হিজামা করানো হলো। এতেই সে আরোগ্য লাভ করল।[১৪]

• জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.)- এর (পায়ে) যে ব্যথা ছিল, তার জন্য তিনি ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগিয়েছিলেন।[১৫]

হিজামা ফেরেস্তাদের দ্বারা সুপারিশকৃত:

قال ابن عباس إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ.

---

১৩. সহীহুল বুখারী, হা/৫৭০০, ৫৭০১; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
১৪. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৬; (হাদীস একাডেমী)।
১৫. সুনানু আন-নাসাঈ, হা/২৮৫২; (মিনা বুক হাউস)।

• ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজে যাওয়ার সময় তিনি ফিরিশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেন তারা বলেন, "আপনি অবশ্যই হিজামা করাবেন"।[১৬]

عن ابن مسعود قال حدث رسول الله ﷺ عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملإ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة

• ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিরাজের রাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, এই রাতে ফিরিশতাদের যে দলের সম্মুখ দিয়েই তিনি যাচ্ছিলেন তারা বলেছেন, "আপনার উম্মতকে হিজামার নির্দেশ দিন"।[১৭]
হিজামা একটি প্রাচীন মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি ফেরেস্তাদের দ্বারা সুপারিশকৃত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর উম্মতের জন্য। এজন্য কেউ বলতে পারে না যে, এটি একটি পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান আধুনিক যুগে অচল। বরং এটি সাফল্যপূর্ণ প্রতিশেধক সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।[১৮]

সিয়াম ও ইহরাম বাধা অবস্থায় হিজামা লাগানোঃ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ইহরাম অবস্থায়, তখন অর্ধের মাথা ব্যাথার জন্য হিজামা ব্যবহার করেন।[১৯]
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগিয়াছিলেন।[২০]

মাথা ব্যথায় হিজামাঃ

সালামা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "যখন কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে মাথা ব্যথার কথা বলত, তিনি (সা.) তাদেরকে হিজামা করার কথা বলতেন"[২১]

---

১৬. সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৫৩।
১৭. সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৭৭; সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৫২।
১৮. দেখুন: পূর্বে বর্ণিত সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৫২, ২০৫৩; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৭৭।
১৯. সহীহুল বুখারী, হা/৫৭০১; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
২০. সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৯৪; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।
২১. সুনানে আবু দাউদ, হা/৩৮৫৮; সনাদ হাসান।

জ্ঞান এবং স্মৃতি বর্ধকঃ

ইবনে উমার (রা.) বর্ননা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "খালি পেটে হিজামা লাগানো উত্তম। এতে শিফা ও বরকত রয়েছে। এতে জ্ঞান এবং স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়...।[২২]

বিষ-ব্যথাঃ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিষ যুক্ত গোস্ত খেতে দিয়েছিল, তাই তিনি তাকে সংবাদ পাঠিয়ে বললেন "কেন তুমি তা করলে?" মহিলাটি উত্তরে বলল, "যদি তুমি সত্যিই আল্লাহর বার্তা বাহক হও তবে আল্লাহ তোমাকে জানিয়ে দিবেন এবং তুমি যদি তাঁর বার্তা বাহক না হও তবে আমি মানুষকে তোমার থেকে নিরাপদ রাখতাম"! যখন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর যন্ত্রনা আনুভব করতে লাগলেন, তিনি হিজামা ব্যবহার করলেন। একদা ইহরাম অবস্থায় তিনি ভ্রমনে বের হলেন এবং ঐ বিষের যন্ত্রনা বোধ করলেন তখন তিনি হিজামা ব্যবহার করলেন।[২৩]

যাদুঃ ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন যাদু দ্বারা পীড়িত হন তখন তিনি মাথায় সিঙ্গা লাগান এবং এটাই সবচেয়ে উত্তম ঔষধ যদি সঠিকভাবে করা হয়।[২৪]

হিজামা করার স্থানসমূহঃ

আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন স্থানে যথা ঘাড়ের দু'পার্শ্বে দু'টি রগে এবং কাঁধে হিজামা করিয়েছেন।[২৫]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মাথায় হিজামা লাগিয়েছিলেন।[২৬]

আবু কাবশাহ আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাঝে হিজামা করাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি

---

২২. সুনান ইবনে মাজাহ, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) হা/৩৪৮৭; সানাদ হাসান।
২৩. মুসনাদে আহমেদ, ১/৩০৫; সানাদ হাসান।
২৪. যাদুল মায়'দ, ৪/১২৫-১২৬।
২৫. সুনানে ইবনে দাউদ, হা/৩৮৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮৩; হাদীস সহীহ।
২৬. সহীহুল বুখারী, হা/৫৬৯৯।

নিজ শরীরের এ অংশে হিজামা করাবে, সে তার কোনো রোগের চিকিৎসা না করালেও কোনো ক্ষতি হবে না।[২৭]

জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাড় মচকে গেলে তিনি এর জন্য হিজামা করান।[২৮]

আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে হিজামা করিয়েছেন।[২৯]

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, "দাঁতে, মুখে এবং গলায় ব্যথা হলে থুতুনির নিচে হিজামা লাগালে উপকার পাওয়া যায় যদি তা সঠিক সময়ে করা হয়। এটা মাথা ও চোয়াল শোধন করে।

পায়ের সাফিনায় (যা গোরালির বড় শিরা) পাংচারিং করার পরিবর্তে পায়ের পাতার সম্মুখে হিজামা লাগানো যেতে পারে। থাই এবং পায়ের পিছনের মাংসের আলসারের চিকিৎসায় এটি উপকারি। তা ছাড়া রক্তস্রাবে বাধা ও অন্ড কোষের চামড়ায় ক্ষয়ে তা ব্যবহার যোগ্য।

উরুতে ব্যথা, চুলকানী ও খোঁসপাঁচরার চিকিৎসা হিসেবে বুকের নিচে হিজামা লাগানো উপকারী। এতে পিঠের গেঁটে বাত, অর্শ, গোদ রোগ, খোসপাঁচড়া প্রতিরোধে সাহায্য করে"।[৩০]

মহিলাদের জন্য হিজামাঃ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে হিজামা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তাই রাসূলুল্লাহ তাকে (উম্মে সালামাকে) হিজামা লাগিয়ে দিতে আবু তাইবা (রা.)-কে আদেশ দিলেন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, আমার মনে হয়, আবু তাইবা তার (উম্মে সালামার) দুধ ভাই অথবা একজন অপ্রাপ্ত বালক ছিলেন।[৩১]

হিজামার পারিশ্রমিক নেওয়া কি অবৈধ?

• আওন বিন আবূ হুযাইফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা একদা হিজামা লাগাতে পারে এমন এক কৃতদাস কিনে আনলেন এবং আমি তাকে এ

---

২৭. সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৫৯; সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮৪; সানাদ সহীহ।

২৮. সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৬৩; সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮৫; সানাদ সহীহ।

২৯. সুনান আবু দাউদ, হা/১৮৩৭; সানাদ সহীহ।

৩০. যাদুল মায়া'দ ৪/৫৮।

৩১. সুনান আবু দাউদ, হা/৪১০৫; সুনান ইবনে মাজাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৩৪৮০; সানাদ সহীহ।

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন: নবী (সা.) কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং শরীরে খোদাই করে নকশা করা এবং করানো থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দিতে এবং নিতে নিষেধ করেছেন এবং যে ছবি উঠায় (চিত্রাংকনকারীকে) তাকে লা'নত করেছেন।

{সহীহুল বুখারী হা/২০৮৬}

• আওন বিন আবূ হুযাইফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা হিজামা লাগায় এমন এক কৃতদাস কিনে এনে তার হিজামা লাগানোর যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেললেন এবং অতঃপর বললেন: নিশ্চয়ই নবী (সা.) রক্তের মূল্য এবং কুকুরের মূল্য এবং পতিতা বৃত্ত থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা ও গ্রহীতা এবং শরীর খোদাই করে নকশা করা এবং যে ছবি অংকন করে এদের সবার ওপর লা'নত করেছেন। *{সহীহুল বুখারী হা/৫৯৬২}*

বৈধতার হাদীসসমূহঃ

• আনাস বিন মালিক (রা.)-এর নিকট হিজামা বৃত্তির উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা (নিজ শরীরে) লাগিয়েছেন। আবু তায়বা তাকে হিজামা করেছে। তাকে দুই সা (প্রায় ৫কেজি) খাদ্য বস্তু দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করেন। এতে তারা তার উপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন: তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও হিজামা সে সবের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক। *{সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৩০; (হাদীস একাডেমী); সহীহুল বুখারী, হা/২১০২; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।}*

• আমর বিন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা.) হিজামা লাগাতেন এবং কোনো লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না। *{সহীহুল বুখারী, হা/২২৮০; (তাওহীদ পাবলিকেশন্স); সহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৭; মাসনাদে আহমদ, হা/১২২০৭।}*

• ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) হিজামা করালেন এবং যে তাকে হিজামা করেছে তাকে তিনি মজুরী দিয়েছিলেন। যদি তিনি তা অপছন্দ করতেন তবে তাকে (পারিশ্রমিক) দিতেন না। *{সহীহুল বুখারী, হা/২১০৩, ২২৭৯ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)।}*

পর্যালোচনাঃ হিজামা লাগিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া অবৈধতা সংক্রান্ত বিধান পরবর্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আমল ও নির্দেশ দ্বারা বাতিল বা মনসুখ হয়ে গেছে।

হিজামার জন্য প্রস্তুতিঃ

হিজামার পূর্বে গোসল করে নেওয়া উত্তম। যদি গোসল না করেন তবে হিজামার পূর্বে ঘন্টা খানেক বিশ্রাম নেওয়া ভালো। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) গোসল করতেন, যৌন অপবিত্রতার পর, জুমার দিন, হিজামার পূর্বে এবং মৃতের গোসল দেয়ার পর।[৩২]

খালি পেটে হিজামা (Cupping) করা ভাল।

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বাসী মুখে হিজামা করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।[৩৩]

হিজামার উত্তম সময়সমুহঃ

সাধারণতঃ হিজামার জন্য উত্তম সময় হচ্ছে চন্দ্র মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ। আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফুলা অংশে হিজামা করাতেন। তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে হিজামা করাতেন।[৩৪] যদি অসুস্থতা বা ব্যথা অনুভব হয় তবে উক্ত তারিখের অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিজামা করে নেওয়া উচিত।

হিজামার জন্য উত্তম দিন সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার

ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ...আল্লাহর বরকত লাভের আশায় তোমরা বৃহস্পতিবার হিজামা করাও এবং এ ব্যাপারে বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার বেছে নেওয়া থেকে বিরত থাকো। সোম ও মঙ্গলবারে হিজামা করাও, কেননা তা সেই দিন যেদিন আল্লাহ আইউব (আ.)-কে রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। আর বুধবার তাঁকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত (ধবল) রোগ বুধবারের দিন কিংবা রাতেই শুরু হয়।[৩৫]

---

৩২. সুনানে আবু দাউদ, হা/৩১৬০; সানাদ দুর্বল।

৩৩. সুনান ইবনে মাজাহ, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) হা/৩৪৮৭, ৩৪৮৮; সানাদ হাসান।

৩৪. সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৫১, ২০৫৩; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৮৩; সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৬১; সানাদ সহীহ।

৩৫. সুনান ইবনে মাজাহ, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) হা/৩৪৮৭, ৩৪৮৮; সানাদ হাসান।

মনে রাখবেন রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজামা করেছেন মাসের বিভিন্ন সময়ে। যেমন: হজ্জের সময়, চন্দ্র মাসের প্রথমে। কারণ তিনি মাথা ব্যথ্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় প্রয়োজনে যে কোনো সময় হিজামা করা যায়।

হিজামা (Cupping) থেকে বিরত থাকা:

দুর্বল করা অসুস্থতা, হায়েজ, অন্তসত্তা, নেফাস এবং দুর্বল শরীরের অধিকারীদেরকে হিজামা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

হিজামা (Cupping) লাগানোর সময় মনের অবস্থা:

মনে রাখবেন যে, সহীহ হাদীস মুতাবেক হিজামা করতেছেন। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করতে চান। কারণ আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনা করতেছেন। অতঃপর বিছমিল্লাহ বলে আরম্ভ করতে হবে।

হিজামা থেরাপী (Cupping Therapy):

রোগীকে আরামদায়ক অবস্থায় শুইয়ে অথবা বসিয়ে রাখতে হবে। যে স্থানে হিজামা করতে চান তা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

জীবাণুমুক্ত (sterilize) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। হাতে গ্লাবস পরে নেয়া উত্তম। অতঃপর হিজামার স্থানে ধারালো সুচ বা ব্লেড দ্বারা হালকা ভাবে ছিদ্র করে নিতে হবে। অতঃপর কাপ সেট করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে দুষিত রক্ত বের হয়ে কাপে জমতে থাকবে। এ সময় কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা তেলাওয়াতের সিডি বাজানো যায় যা আরোগ্য দানে সাহায্য করবে ইন-শাআল্লাহ।

হিজামা শেষে ঐস্থানে কালোজিরার তেল (black seed oil) অথবা Antibacterial Solutions লাগাতে হবে। প্রয়োজনে হিজামার স্থান ডেকে (bandage) দিতে পারেন।

হিজামার পর সাধারণত সে স্থানে গোল চিহ্ন বা ফোলা অনুভব হয়। যা সর্ব্বোচ্চ দুই-তিন দিন থাকতে পারে। এটা দুষিত রক্ত বের হওয়ার চিহ্ন।

হিজামার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা হয়:

ব্যাক পেইন, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ে ব্যথা, হাটুর ব্যথা, মাথা ব্যথা (মাইগ্রেইন), ঘাড়ে ব্যথা, কমরে ব্যথা, জয়েন্টে পেইন, আথ্যরাইটিজ, কালো যাদু, বাত,

ঘুমের ব্যঘাত, থাইরড ব্যঘাত, জ্ঞান এবং স্মৃতি শক্তিহীনতা, ত্বকের বর্জ্য পরিস্কার, অতিরিক্ত স্রাব বা এপিস্টাক্সি থামানো, অর্শ, অন্ডকোষ ফোলা, পাঁচড়া, ফোঁড়া ইত্যাদি।

Cupping (Hijama) therapy was reported to treat medical conditions as hypertension, neck pain, skin diseases, infectious diseases, rheumatoid arthritis, chronic osteoarthritis, and chronic non-specific neck pain, and persistent non-specific low back pain, pain of acute gouty arthritis, headache and migraine.

বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসার স্থান নির্দেশিকা

এখানে বেশ কিছু রোগ এবং হিজামার জন্য কতিপয় স্থান উল্লেখ করা হল। এগুলো হিজামাকারীর জন্যে সহজে হিজামা করা এবং এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। নিশ্চয় আল্লাহই শিফা দানকারী। জেনে রাখা উচিত যে, হিজামাকারীর তাকওয়া দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হিজামাকৃত ব্যক্তি ফায়দা লাভ করে থাকে। তাই হাজ্জামকে তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। জ্ঞাতব্য যে, নিম্ন প্রদত্ব ক্রমতালিকা রোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখিত স্থান ছাড়াও প্রয়োজন বশতঃ অন্যান্য স্থানে হিজামা করা যাবে

নং	রোগের নাম	হিজামার স্থান
১	বাত	১/৫৫/ এবং ব্যথার স্থানসমূহে।
২	হাটু নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা	১/৫৫/১১/১২/১৩/ এবং হাটুর চার পাশে। ৫৩/৫৪/ যোগ করা যেতে পারে।
৩	পা ফুলা	১/৫৫/১৩/ এবং ঘন্টার ডানে বামে। ৯/১০ যোগ করা যেতে পারে।
৪	স্যায়াটিকা-ইরকুন নেসা: ডান পা	১/৫৫/১১/১২/২৬/৫১/ এবং ব্যথার স্থানসমূহে
৫	স্যায়াটিকা-ইরকুন নেসা: বাম পা	: ১/৫৫/১১/১৩/২৭/৫২/ এবং ব্যথার স্থানসমূহে।
৬	পিঠের ব্যথা:	১/৫৫/ মেরুদণ্ডের দুই পাশে এবং ব্যথার স্থানসমূহে ।

৭	ঘাড় ও কাধ ব্যথা	১/৫৫/৪০/২০/২১/এবং ব্যথার স্থানসমূহে ।
৮	পায়ের জোড়া ফুলা	১/৫৫/২৮/২৯/৩০/৩১/১২১/ ব্যথার স্থানসমূহে।
৯	শরীরের শক্তিশালী অঙ্গসমূহে দূর্বলতা	১/৫৫/১২/৪৯/৩৬ ও শরীরের ছোট বড় সমস্ত জোড়ায় হিজামা।
১০	অর্ধাঙ্গ, শরীর অবশ	১/৫৫/১১/১২/১৩/৩৪/৩৫। আক্রান্ত পার্শ্বের সমস্ত জোড়ায় প্রতিদিন নিয়মিত মালিশ করতে হবে।
১১	পূর্ণাঙ্গ শরীর অবশ	১/৫৫/১১/১২/১৩/৩৪/৩৫/৩৬ এবং শরীরের সমস্ত জোড়ায় প্রতিদিন মালিশ।
১২	দুর্বলতা	১/৫৫/১২/৪৯
১৩	মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের পর ব্যথা	ব্যথার স্থানের চারপাশে বেশী পরিমাণে ড্রাই হিজামা কাপ স্থাপন করতে হবে।
১৪	রক্ত সঞ্চালন দ্রুত ও স্বাভাবিক করতে	১/৫৫/১১ মেরুদন্ডের দুই পাশে উপর থেকে নিচে দশটি হিজামা কয়েকবারে করতে হবে। রোগীকে অল্প লবণ ও চিনি মিশ্রিত শরবত পান করানো উত্তম।
১৫	হাত অবশ	১/৫৫/৪০/২০/২১/ এবং আক্রান্ত হাতের জোড়া ও অন্যান্য স্থানে।
১৬	পেটের ব্যথা	১/৫৫/৭/৮ হিজামা। ড্রাই হিজামা ১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০ এবং ব্যথার স্থানের বিপরীতে সোজা পিঠে ড্রাই।

দ্বিতীয় ইউনিট

নং	রোগের নাম	হিজামার স্থান
০১	পেটের ব্যথা	১/৫৫/৭/৮ হিজামা। ড্রাই হিজামা ১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০ এবং ব্যথার স্থানের বিপরীতে সোজা পিঠে ড্রাই।
০২	অর্শ	১/৫৫/৬/১১/১২১এবং ড্রাই হিজামা- ১৩৭/১৩৮/১৩৯
০৩	ক্ষত যা থেকে পুজ	১/৫৫/৬/১১/১২/১৩/ এবং ক্ষতের দুরে

	বের হয়	চারপাশে। অবস্থা বুঝে মুখের উপর।
০৪	যৌন দুর্বলতা	১/৫৫/১২৫/১২৬/১৩১/ এবং দুই পায়ে। আর ১৪০/১৪৩ ড্রাই।
০৫	দীর্ঘ দিনের কাশি ও ফুসফুস ব্যথা	১/৫৫/৪/৫/১২০/৪৯/১১৫/১১৬/৯/১০/১৩৬/
০৬	উচ্চ রক্ত চাপ- হাই প্রেসার	১/৫৫/২/৩/১১/১২/১৩/১০১/৩২/৬/৪৮/৯/ ১০/৭/৮/ এবং ২/৩/ এর পরিবর্তে ৪৩/৪৪ নং করা যাবে।
০৭	পাকস্থলীর দূর্বলতা	১/৫৫/৭/৮/৫০/৪১/৪২/ এবং ড্রাই ১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০/
০৮	কিডনীর সমস্যা	১/৫৫/৯/১০/৪১/৪২/ এবং ড্রাই ১৩৭/১৪০/
০৯	ডাইরিয়া	ড্রাই হিজামা ১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০/
১০	অনিচ্ছায় পেশাব	বয়স ৫ বছরের বেশী হলে ড্রাই ১৩৭/ ১৩৮১৩৯/১৪০/১৪২/১৪৩/১২৫/১২৬/
১১	অতিরিক্ত নিদ্রা	১/৫৫/৩৬

তৃতীয় ইউনিট

নং	রোগের নাম	হিজামার স্থান
০১	ক্বলব-হৃদ রোগ	১/৫৫/১৯/১১৯/৭/৮/৪৬/৪৭/১৩৩/১৩৪/
০২	বহুমুত্র-ডাইবেটিস	১/৫৫/৬/৭/৮/২২/২৩/২৪/২৫/১২০/৪৯/ হিজামাকৃত স্থানে ৩ দিন পর্যন্ত ভেসেলিং ইত্যাদি ক্রিম ব্যবহার করা উচিত।
০৩	লিভার সমস্যা	১/৫৫/৬/৪৮/৪১/৪২/৪৬/৫১/১২২/১২৩/ ১২৪।
০৪	টাখনু ফুলা	১/৫৫/২৮/২৯/৩০/৩১/১৩২/ ফুলা স্থান ছাড়া।
০৫	অণ্ড কোষ ফুলা	১/৫৫/৬/১১/১২/১৩/২৮/২৯/৩০/৩১/১২৫/ ১২৬/
০৬	পায়ের পাতা ফুলা	আক্রান্ত পা উপর দিকে উঠিয়ে দুই ঘন্টা সময় গরম পানি ডালার পর হিজামা করতে হবে। দুই দিন পর আরাম পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। ১/৫৫/১১/১২/১৩/১২০/৪৯/১২১/

		আক্রান্ত পায়ের উপর থেকে নিচে হিজামা করতে হবে। প্রয়োজনে ১২৫/১২৬/৫৩/৫৪/ যুক্ত হরতে হবে।
০৭	চর্ম রোগ	১/৫৫/১২০/৪৯/১২৯/১৩১/৭/৮/২১/ এবং আক্রান্ত স্থানে হিজামা।
০৮	চর্বি -মোটা	১/৫৫/৯/১০/১২০/৪৯/
০৯	চিকন- হাল্কা	১/৫৫/১২১/
১০	বন্ধা- বাচ্চা না হওয়া	১/৫৫/৬/১১/১২/১৩/১২০/৪৯/১২৫/১২৬/১৪৩/৪১/৪২/

চতুর্থ ইউনিট

নং	রোগের নাম	হিজামার স্থান
০১	মাথা ব্যথা ও ঘুরানো	১/৫৫/২/৩/ অথবা ২/৩/এর পরিবর্তে ৪৩/৪৪/ লাগানো যাবে। চোখের সমস্যায় মাথা ব্যথা হলে ১০৪/১০৫/৩৬/ যোগ করতে হবে। উচ্চ রক্ত চাপের কারণে মাথা ব্যথা হলে ১১/১০১/৩২/ যোগ করতে হবে। মহিলাদের মাসিকের সমস্যার কারণে মাথা ব্যথা হলে ১১/১২/১৩/ যোগ করতে হবে। সাধারণ মাথা ব্যথায় ব্যথার স্থানে হিজামা করতে হবে।
০২	অর্ধেক মাথা ব্যথা	১/৫৫/২/৩/১০৬/ এবং ব্যথার স্থানে
০৩	চোখেরসমস্যা: কম দেখা, ছানী, জ্বালা-যন্ত্রনা, পানি পড়া, চুলকানো ইত্যাদি।	১/৫৫/৩৬/১০১/১০৪/১০৫/৯/১০/৩৪/৩৫/ এবং ভ্রুর উপরে।
০৪	কানের সমস্যা: কমশোনা, কান গলা, কানে ব্যথা	১/৫৫/২০/২১/৩৭/৩৮/এবং কানের পিছনে।
০৫	নাক ও কাল ব্যথা	১/৫৫/১০২/১০৩/১০৮/১০৯/৩৬/১১৪।
০৬	মস্তিষ্কের ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র-এর প্রশান্তির	১/৫৫/২/৩/৩২/

	জন্য	
০৭	স্মরণ শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে হিজামা	বিনা প্রয়োজনে এখানে হিজামা করা ক্ষতিকারক। এখানে বারবার হিজামা করলে স্মরণশক্তি লোপ পেতে পারে। যাদের স্মরণশক্তি কম তাদেরকে এখানে হিজামা করা যাবে। স্থানটি হলো-৩৯।
০৮	কথা না বলা, বুবা:	১/৫৫/৩৬/৩৩/১০৭/১১৪/ বারবার হিজামা করতে হবে এবং ধর্য ধারণ করতে হবে।
০৯	ধুমপান বর্জনের সহায়ক	১/৫৫/১০৬/১১/৩২/

পঞ্চম ইউনিট

নং	রোগের নাম	হিজামার স্থান
০১	মাসিক বন্ধ বা অনিয়ম দেখ দিলে	১/৫৫/১২৯/১৩১/১৩৫/১৩৬/
০২	অবিবাহিতার মাসিক সমস্যা	১/৫৫/ এবং ড্রাই ১২৫/১২৬/১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০/১৪১/১৪২/ ১৪৩/
০৩	গর্ভাশয়ে ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, অথবা গর্ভ ছাড়াই স্থনে দুধ জমা হওয়া ইত্যাদি।	১/৫৫/৪৮/১১/১২/১৩/১২০/৪৯/ এবং ড্রাই ১২৫/১২৬/ সতর্কবানী: ১-৩ মাসের গর্ভবর্তী মহিলাদেরকে গর্ভাশয়ের আশেপাশে হিজামা করা যাবে না। সংযুক্ত পত্র থেকে হিজামার স্থান নির্দেশিকা নাম্বার দেখে নিন।

চিত্রে হিজামা করার স্থান নির্দেশিকা

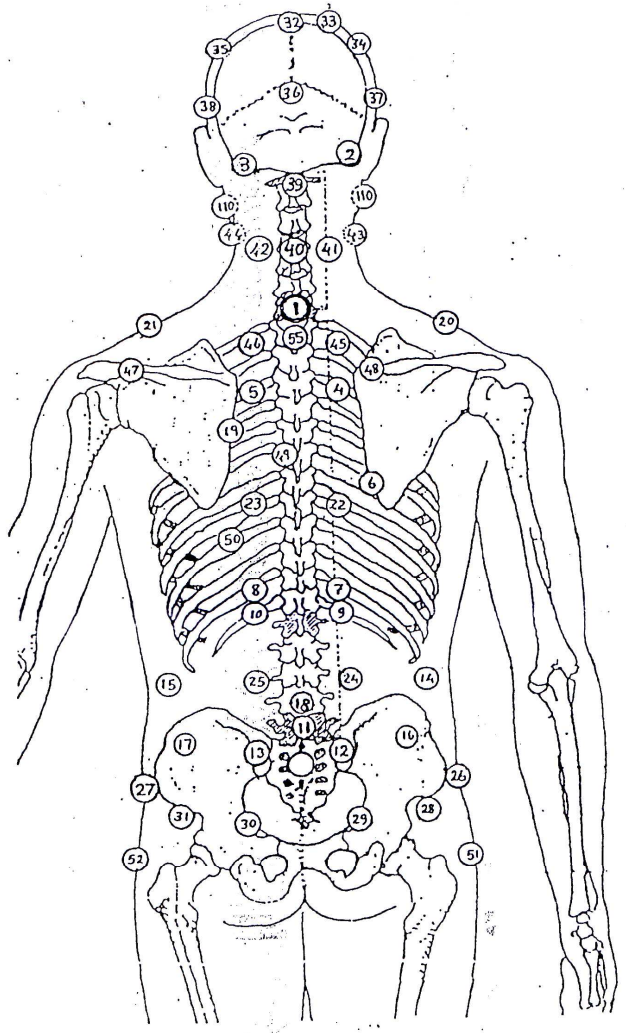

পিছন-হাড়

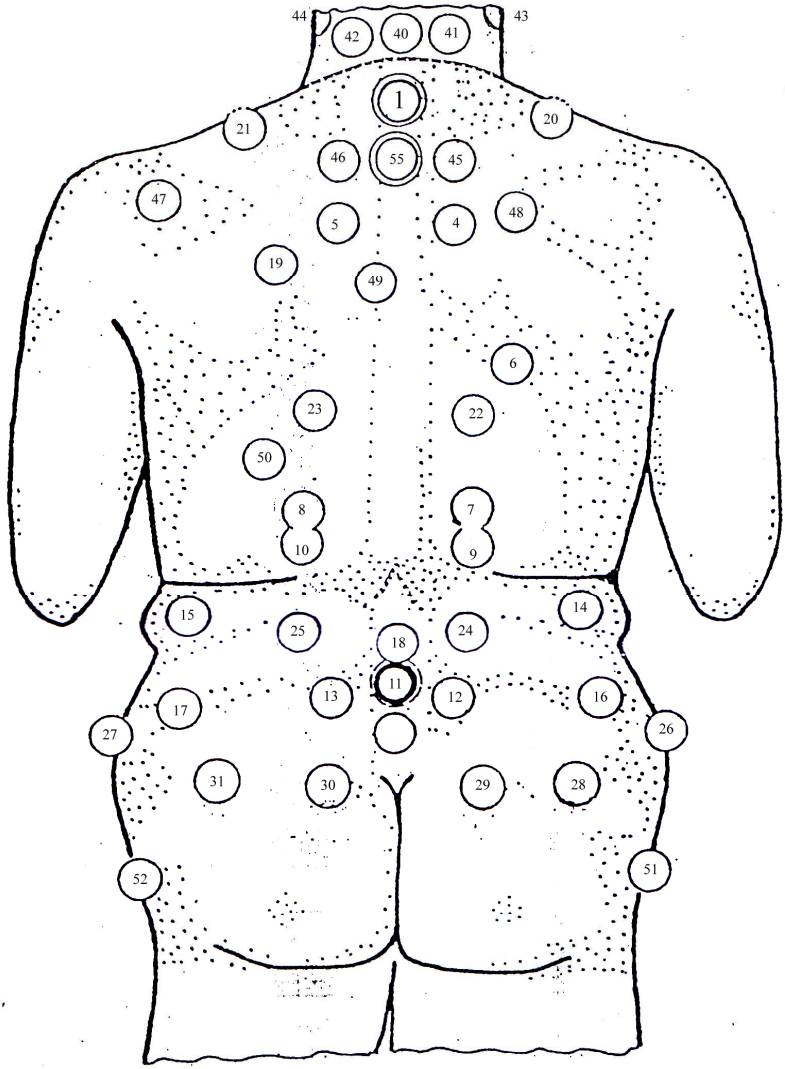
44
43
42
40
41
1
21
20
46
55
45
47
5
4
48
19
49
6
23
22
50
8
7
10
9
15
14
25
18
24
11
13
12
16
17
27
26
31
30
29
28
52
51

পিছন-মাংস

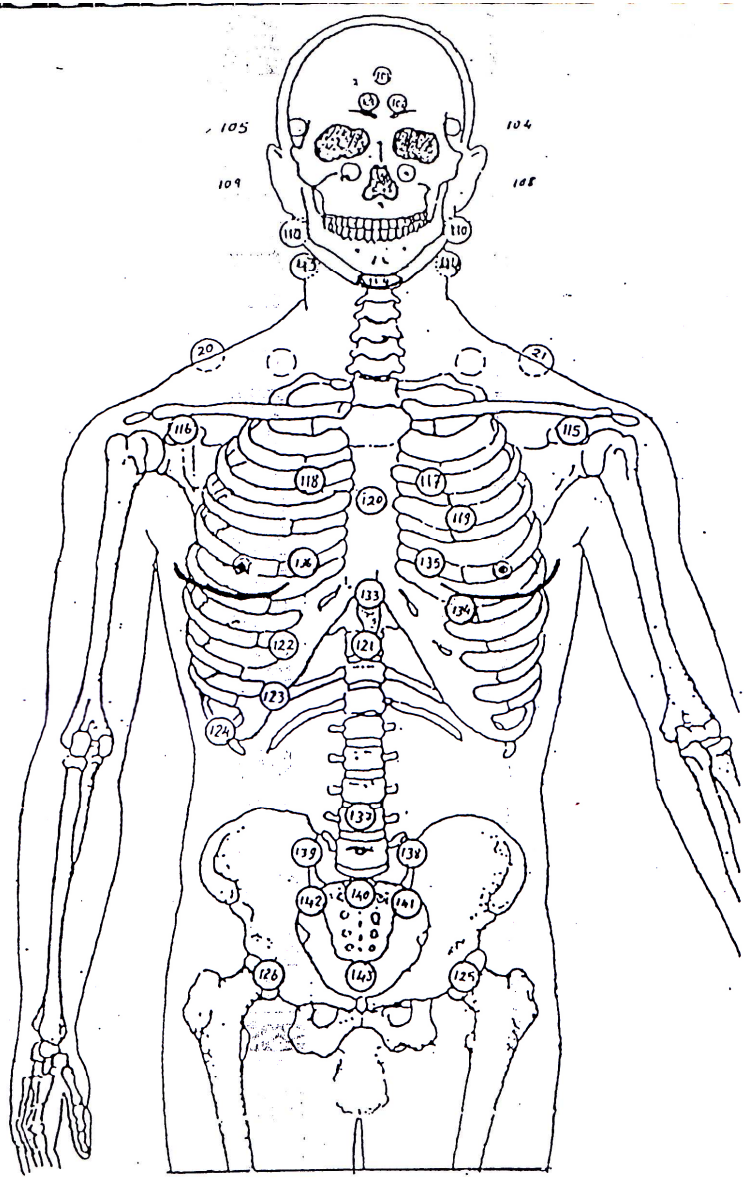
105
104
109
108
110
110
43
44
20
21
116
115
118
117
120
119
136
135
133
134
122
121
123
124
137
139
138
142
140
141
126
143
125

সামন- হাড়

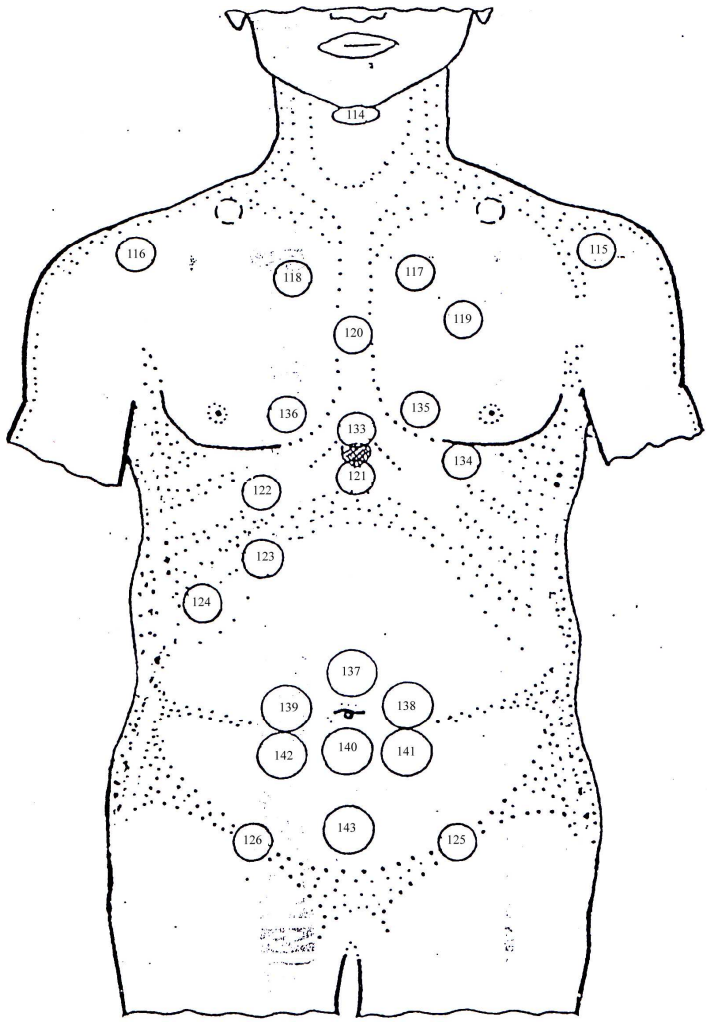
114
116
115
118
117
119
120
136
135
133
134
121
122
123
124
137
139
138
142
140
141
143
126
125

সামন-মাংস

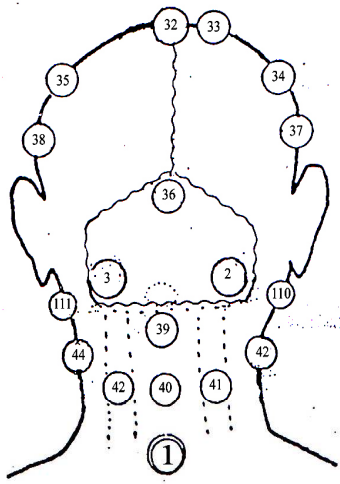

মাথা ও ঘাড়

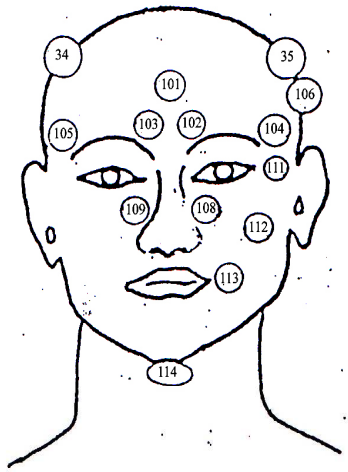

চেহারা

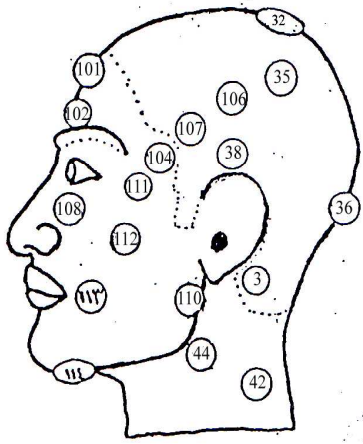

বাম পার্শ্ব

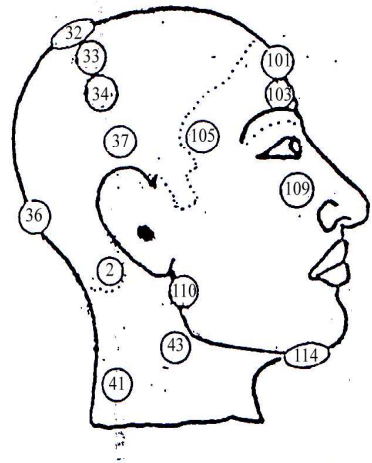

ডান পার্শ্ব

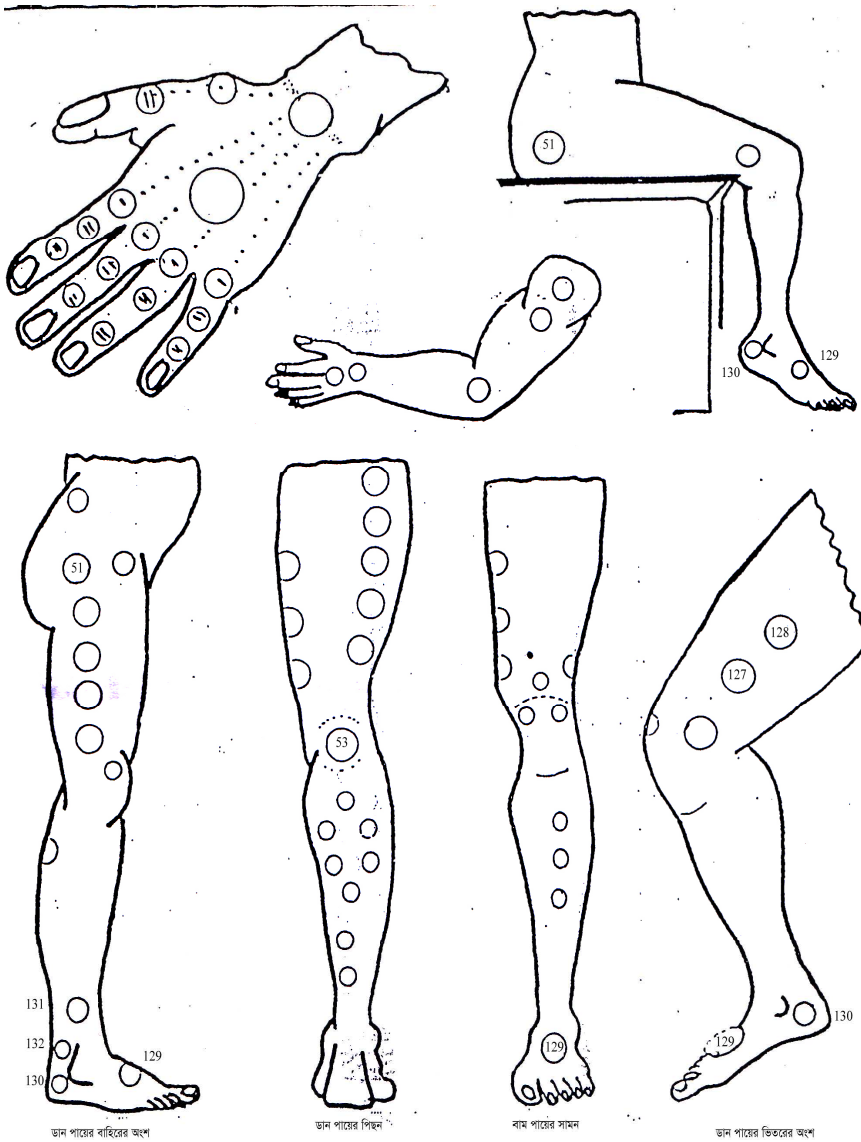

ডান পায়ের বাহিরের অংশ ডান পায়ের পিছন বাম পায়ের সামন ডান পায়ের ভিতরের অংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রুকিয়াহ শারি'আহ (الرقية الشرعية/Ruqyah Shariah)

রুকিয়াহ (رقية) আরবী শব্দ। যা বহুবচনে রুকা। রুকিয়াহ অর্থ ঝাড়-ফুঁক। আল্লাহর নাম-গুনাবলী, কুরআনের আয়াত, সূরা এবং রাসূল (সা.) উপস্থাপিত দু'আ মাসুরা পাঠ করে কোন মুসলিম ব্যক্তি নিজের উপর অথবা সন্তানদের উপর অথবা তার পরিবার পরিজনদের উপর ফুঁক দিয়ে, মানুষ ও জ্বীনের কুমন্ত্রণা -কুদৃষ্টি এবং মানসিক রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে। এমনকি জ্বীন-যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এটাই হল শারি'আহ সম্মত বৈধ বা জায়েয ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা (Ruqyah Shariah)।

অনেকেই শারি'আহ সম্মত রুকিয়াহ এবং অন্যান্য নাজায়েয রুকিয়াহ বা যাদু ও বান-টোনার মধ্যে পার্থক্য কি তা জানেন না। আর সঠিকভাবে না জানার কারণে তারা কোনো সমস্যা হলেই যাদুকর, ফকির, আধ্যাত্মিক দরবেশদের কাছে আশ্রয় নেন। ফলে তারা তাদের ঈমান-আক্বীদাকেই নষ্ট করে ফেলেন। অবহেলা আর অসতর্কতার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাদের তাওয়াক্কুল আছে কিনা তা তিনিই ভাল জানেন। তবে আমাদের মনে হচ্ছে যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল নেই এবং ধৈর্য ও নেই; আছে শুধু শারি'আহ সম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে অজ্ঞতা আর অবহেলা। তাই এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ঝাড়-ফুঁক- রুকিয়াহ (Ruqyah) দু প্রকারঃ

(১) অবৈধ ঝাড়-ফুঁক। (২) বৈধ ঝাড়-ফুঁক

অবৈধ ঝাড়-ফুঁক

অবৈধ ঝাড়-ফুঁক ও তদবীর অনেক রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. শিরকী, কুফরী অথবা অর্থ বুঝা যায় না এমন বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

২. বড় অপবিত্রতা অবস্থায় ঝাড়-ফুঁক করা।

৩. জ্বীনের কাছে আশ্রয় চাওয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 'আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।[৩৬]

৪. যাদু করা, করানো এবং যাদু দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা।

যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে আনন্দ দেয়া হয় এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিল করে তার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের শামিল।[৩৭]

৫. গণক বা জ্যোতির্বিদের কাছে যাওয়া[৩৮] বা গণক বা জ্যোতির্বিদের কথা বিশ্বাস করা।

৬. রাশীচক্রে বিশ্বাস করা বা করানো।

৭. কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া।

৮. তাবীজ বা তামীমা বা রক্ষা কবজ ব্যবহার করা।

• উকবা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তামীমা (তাবীজ) ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।[৩৯]

• উকবা বিন আমের আল-জোহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর দলটির নয় জনকে বায়াত করালেন এবং এক জনকে করালেন না। তারা বলল, হে আল্লার রাসূল (সা) নয় জনকে বায়াত করালেন, আর এক জনকে বাদ রাখলেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তার সাথে একটা তামীমা (তাবীজ বা রক্ষা কবজ) রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন।

---

৩৬. আল কুরআন, সূরা আল জ্বীন, আয়াত-৬।

৩৭. মুসনাদে আহমদ, সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৮৩; সানাদ সহীহ।

৩৮. নবী (সা.)-এর কতক স্ত্রীর সানাদে নাবী (সা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক 'আর্‌রাফ'-এর (গণক/জ্যোতির্বিদের) নিকট গেল এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না (সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১৪)।

৩৯. হাকেম, মুসনাদে আহমদ, হা/১৬৭৬৩; সানাদ সহীহ ।

অতঃপর তাকেও বায়াত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তামীমা (তাবীজ বা রক্ষা কবজ) ব্যবহার করল সে শিরক করল।[৪০]

• একদা হুজায়ফা (রা.) এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিঁড়ে ফেললেন এবং وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শিরক করে। সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৬) আয়াতটি পাঠ করেন।[৪১]

• আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী জায়নব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ বাহির থেকে এসে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলতেন, যাতে তিনি এসে আমাদেরকে তার অপছন্দ অবস্থায় না দেখেন। তিনি বললেন, একদিন আব্দুল্লাহ আসলেন এবং কাশি দিলেন। তখন আমার কাছে এক বৃদ্ধা ছিল। সে আমাকে চর্ম রোগের জন্য ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে আমি খাটের নিচে লুকিয়ে রাখলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন- এই তাগাটা কি? আমি বললাম, এই সুতার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়-ফুঁক দেয়া হয়েছে। আমি একথা বলার পর আব্দুল্লাহ তাগাটা কেটে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহ্র পরিবারবর্গ শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে শুনেছি:

"মন্ত্র,[৪২] তাবিজাবলী এবং ভালোবাসা সৃষ্টির তাবীজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক"।[৪৩]

• ঈসা বিন আব্দুর রহমান ইবনু আবু লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ্ বিন 'ওকাইম (রা.) অসুস্থ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি

---

৪০. হাকেম, মুসনাদে আহমদ, হা/১৬৭৭১; সানাদ সহীহ।

৪১. তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা ইউসুফ এর ১০৬নং আয়াতের তাফসীর দেখুন।

৪২. এখানে নিসিদ্ধ ঝাড়-ফুঁক বা মন্ত্র -কে শিরক বলা হয়েছে। শরিয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। কিছু সহীহ হাদীস এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৩. সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৮৩; মুসনাদে আহমদ, হাকেম, সুনান ইবনে মাজাহ; সানাদ সহীহ; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৪৩৫৩।

কোন তাবীজ কবজ নিলেই তো ভালো হয়ে যেতেন। তিনি বলেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নবী (সা.) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবিজ-তুমার বা রক্ষাকবচ), তাঁকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে।[৪৪]

• রোআইফা বিন ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

হে রোআইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। অতএব, লোকদেরকে এ কথা বলে দেবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিল অথবা খেজুরের ডাল লটকালো কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করল তার সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন সম্পর্ক নেই।[৪৫]

যাদুকর (Magician/সাহির) চেনার উপায় ও আলামত:

কোন চিকিৎসক বা কবিরাজের মধ্যে এ সমস্ত লক্ষণ বা আলামতের কোন একটিও পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাবে যে সে যাদুকর (Magician/সাহির) । আলামত গুলি নিম্নরূপ:

১. রোগীর নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞাস করা।

২. রোগীর কোন চিহ্ন গ্রহণ করা। যেমন: কাপড়, টুপী, রুমাল ইত্যাদি।

৩. যবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জীব-জন্তু চাওয়া, এবং তা আল্লাহর নামে যবাই না করা। কখনও তার রক্ত ব্যথার স্থান মাখানো বা বিরান ঘর বা জায়গায় তা নিক্ষেপ করা।

৪. রহস্যময় মায়াজাল বা মন্ত্র লিখা।

৫. অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও মায়াজাল পাঠ করা।

৬. রোগীকে চর্তুভূজ নক্সা বানিয়ে দেয়া, যাতে থাকে অক্ষর বা নম্বর।

৭. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় এক কক্ষে (যাতে আলো প্রবেশ করে না) লোকেদের অন্তরালে থাকার নির্দেশ দেয়া।

৮. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যা সাধারণত ৪০ দিন হয়ে থাকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা। এ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে যে, কালো যাদুকর যে জিন ব্যবহার করে সে খ্রিষ্টান।

---

৪৪. সহীহ আত-তিরমিযী, হা/ ২০৭২; মুসনাদে আহমদ, হাকেম, সুনান ইবনে মাজাহ; সানাদ সহীহ।
৪৫. সুনান আবু দাউদ, মিশকাত (আরবী) হা/৩৫১; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৩২৪; সানাদ সহীহ।

৯. রোগীকে কোন জিনিস পুঁতে রাখতে দেয়া।
১০. রোগীকে কিছু পাতা দিয়ে তা জ্বালিয়ে তা থেকে ধোয়া গ্রহণ করতে বলা।
১১. অস্পষ্ট কালাম বা কথা দ্বারা তাবীয বানিয়ে দেয়া।
১২. রোগীর নিজেই নাম, ঠিকানা ও সেই সমস্যা বলে দেয়া।
১৩. ছিন্ন-ছিন্ন অক্ষর লিখে রোগীকে নকশা বা তাবিয বানিয়ে দেয়া। বা কোন সাদা পাথর লিখে দেয়া ও তা ধুয়ে পানি পান করতে বলা।

আপনি যদি এসব লক্ষণ জেনে বুঝতে পারেন যে, সে যাদুকর (জিন সাধক) তবে আপনি অবশ্যই তার নিকট যাওয়া থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন নচেৎ আপনার প্রতি নবী (সা.)-এর বাণী প্রযোজ্য হয়ে যাবে:

'যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট এসে সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।'[৪৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে ৪০ দিন তার সালাত কবুল হবে না'।[৪৭]

• বৈধ ঝাড়-ফুঁক ও এর শর্তবলী:

১. রুকিয়াহ শারিয়াহ অবশ্যই আল্লাহর বানী (কুরআন) এবং আল্লাহর নাম অথবা গুনাবলী দ্বারা হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন: 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ'।[৪৮]

২. রুকিয়াহ অবশ্যই আরবী অথবা অন্য ভাষায় অর্থবোধক বাক্যে হতে হবে।

৩. বিশ্বাস করতে হবে যে, শিফা বা রোগমুক্তি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে; রুকিয়াহ শারিয়াহ একটি বৈধ মাধ্যম মাত্র।

---

৪৬. হাসান সনদে বাজ্জার বর্ণনা করেন এবং আহমদ, ২/৪২৯পৃষ্টা ও হাকেম বর্ণনা করেন, আলবানী সহীহ বলেছেন।
৪৭. সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৯৫।
৪৮. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮২।

৪. ঝাড়-ফুঁক নিষিদ্ধ ও অপবিত্র স্থানে করা যাবে না। যেমন: টয়লেট, কবরস্থান ইত্যাদি।[৪৯]

রুকিয়াহ (Ruqyah)-এর বৈধতা সংক্রান্ত হাদীসঃ

রুকিয়াহ এর ব্যপারে হাদীসের অনেক দলীল-প্রমাণ আছে। যথা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ, আমল ও স্বীকৃতি।

১. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা হলো 'কুরআন'।[৫০]

২. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই অসুস্থ হয়ে যেতেন তখনই কিছু পাঠ করে নিজ শরীরে রুকিয়াহ করতেন। আর যখন তিনি কঠিন পিড়ায় আক্রান্ত হতেন তখন আমি পাঠ করে বরকত লাভের আশায় তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর শরীরে বুলিয়ে দিতাম।[৫১]

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শিরক মুক্ত রুকিয়াহ (ঝাড়-ফুঁক) করাতে কোন আপত্তি নেই"।[৫২]

৪. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কারো উপকার করতে পারে তাহলে সে যেন তা করে।[৫৩]

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারায় (বদ নজর লাগার) চিহ্ন (চেহারা কৃষ্ণকার হওয়া কিংবা স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন হয়ে অন্য বর্ণ ধারণ করা) ছিল, তখন রাসূল (সা.) বললেন এর জন্য তোমরা রুকিয়াহ করো। কেননা সে বদ-নজরে আক্রান্ত হয়েছে।[৫৪]

৬. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আয়শা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বদ-নজরে আক্রান্তকে রুকিয়াহ করার আদেশ দিয়েছেন।[৫৫]

---

৪৯. বিস্তারিত দেখুন: যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি, লেখক: ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী।

৫০. সুনানে ইবনে মাজাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৩৫৩৩; হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ ।

৫১. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০০।

৫২. সহীহ মুসলিম হা/৫৬২৫।

৫৩. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬২০, ৫৬২২-২৪।

৫৪. সহীহুল বুখারী, হা/৫৭৩৯; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৮।

৫৫. সহীহুল বুখারী, হা/৫৭৩৮; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৩।

৭. জিবরীল (আ.) কর্তৃক নবী (সা.)-কে রুকিয়াহ দেয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৫৬]

৮. আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আববিযাতাইন'[৫৭] সূরাগুলো পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন।[৫৮]

৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) চোখ লাগা, বিষাক্ত জন্তুর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা থেকে বেঁচে থাকতে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।[৫৯]

রুকিয়াহ (Ruqyah) শিরকমুক্ত হতে হবেঃ

'আওফ বিন মালিক আল্ আশ্জা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী (অন্ধকার) যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। এজন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আবেদন করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই- যদি তাতে কোন শিরক (জাতীয় কথা) না থাকে।[৬০]

রুকিয়াহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মর্মবিরোধী নয়ঃ

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, রুকিয়াহ গ্রহণ ও বিশ্বাস করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং তকদীর বিশ্বাসের মর্ম বিরোধী নয় কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো যে, রুকিয়াহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মর্মবিরোধী নয়। আলেমগণের মধ্য হতে যারা এই মত পোষন করেন তাদের মধ্যে যারা অন্যতম তারা হলেন: ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাইয়িম ও সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াহহাব।[৬১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, কেউ যদি নিজেকে বা অন্যকে শরীয়ত সম্মত রুকিয়াহ করে তাহলে তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি হবে না; কেননা এটা

---

৫৬. সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৯২, ৫৫৯৩।
৫৭. সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস-কে 'মু'আববিযাতাইন' বলা হয়।
৫৮. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০৭-৯।
৫৯. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৭।
৬০. সহীহ মুসলিম, হা/৫৬২৫।
৬১. আর রুক্বী আলা দ্বৌই আকিদাতু আহলুস সুন্নাহ আল জামাআ; ড. আলী ইবনে নুফাঈ আল-উলিয়ানী।

নবী (সা.) হতে প্রমাণিত এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। বরং যেগুলো মানুষের মনগড়া রুকিয়াহ সেগুলোই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। হাদীসে এসেছে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যারা মানুষের কাছ থেকে ঝাড়-ফুক গ্রহণ করবে না।[৬২]

শায়খ সুলাইমান ইবনে আব্দুল ওয়াহাব উক্ত হাদীসের পর্যালোচনা ও মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: হাদীসটি একথা প্রমাণ করেনা যে, কোন প্রয়োজনে মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু অনেক অজ্ঞলোক তা বুঝতে সক্ষম হয় না। সুবিধা অসুবিধার কারণ উদঘাটন করত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত এবং জরুরী বটে। এটা মানুষ কিংবা পশু-পাখীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

আর যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন!! মহামহীয়ান আল্লাহ বলেন:

قَالَ اللهُ تَعَالِي: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ-

আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।[৬৩]

আল্লাহ যথেষ্ট কথাটির ভাবার্থ হলো; যা প্রয়োজনীয় কিন্তু তা অগ্রহণযোগ্য-মাকরুহ এক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকা। যেমন: চিকিৎসার নামে মন্ত্রপাঠ, তাবীজ, লোহা বা লোহাজাতীয় কোনো বস্তু আগুনে পুড়িয়ে সেঁক দেয়া হয়। উক্ত পদ্ধতিগুলো মাকরুহ হওয়ার কারণেই বাদ দেয়া হয়েছে, চিকিৎসার উপকরণ হওয়ার কারণে বাদ দেয়া হয়নি।

রোগী সাধারণতঃ তার সুস্থতার জন্যে অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং সে যেকোন একটা মাধ্যমকে তার সুস্থতার কারণ বলে মনে করে থাকে। রোগের জন্য সরাসরি চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ বা ঔষধাদির ব্যবহার মাকরুহ নয়। আর এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বা মর্মবিরোধী হবে না, তবে (হালাল) চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা শারি'আহ সম্মত।[৬৪]

---

৬২. মাজমু আল-ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১/৩২৮।
৬৩. আল কুরআন: সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৩।
৬৪. সুলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহহাব, তাইসিরুল আযীযিল হামীদ, পৃষ্ঠা ১১০।

রুকিয়াহ শারি'আহ এর মাধ্যমে যেসব রোগের চিকিৎসা করা যায়ঃ

কালো যাদু (Black Magic), বদ নজর (Evil Eye), গর্ভ ধারণে অক্ষমতা, গর্ভ নষ্ট হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর অমিল, পাগল, আসক্তিকারী যাদু, জ্বীনের আছর, যৌন সঙ্গমে অক্ষমতা, নিঃসন্তান বা বন্ধাত্ব, বিবাহে বাধা, শত্রুতা সৃষ্টি, বান মারা, দুঃস্বপ্ন দেখা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদির সমাধান।

রুকিয়াহ শারি'আহ এর চিকিৎসাঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ'।[৬৫]

কোন এক চিকিৎসা একটি আয়াত বা বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে থাকতে পারে।

সাধারণত যে সব আয়াত দিয়ে চিকিৎসা হয়ে থাকে: (১) সূরা ফাতেহা (২) সূরা বাকারা: ১-৫ (৩) সূরা বাকারা: ১০২/সূরা তাগাবুন: ১৪-১৬ (৪) সূরা বাকারা: ১৬৩-১৬৪ (৫) সূরা বাকারা: ২৫৫ (৬) সূরা বাকারা: ২৮৫-২৮৬ (৭) সূরা আলে-ইমরান: ১৮-১৯ (৮) সূরা আ'রাফ: ৫৪-৫৬ (৯) সূরা আ'রাফ ১১৭-১২২ (১০) সূরা ইউনুস: ৮১-৮২ (১১) সূরা ত্বাহা: ৬৫-৬৬/সূরা ত্বাহা: ৬৯ (১২) সূরা মু'মিনুন: ১১৫-১১৮ (১৩) সূরা সাফফাত: ১-১০ (১৪) সূরা আহকাফ: ২৯-৩২ (১৫) সূরা রহমান: ৩৩-৩৬ (১৬) সূরা হাশর: ২১-২৪ (১৭) সূরা জ্বিন: ১-৯ (১৮) সূরা ইখলাস (১৯) সূরা ফালাক (২০) সূরা নাস।

মানসিক রোগ ও প্রতিকার

আধুনিক বিশ্ব নানা ধরণের প্রতিকুল পরিবেশ পরিস্থিতি ও সমস্যার মধ্যে ডুবে আছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি। বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ যথা: অস্থিরতা, চেহারার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন, বিরক্তি ও যেকোন ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং স্নায়বিক বৈকল্যতা ইত্যাদি। আর এর কারণ হল আজকের সমাজ আধুনিকতার নামে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্ধকারে ডুবে থাকা এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক চাকচিক্যতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

---

৬৫. আল-কুরআন, সূরা ইসরা: ৮২ ।

এ ছাড়াও রক্তচাপ, বহুমুত্র, বিভিন্ন প্রকার পেটের পিড়া, অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষত রোগ, বদহজম এবং অন্যান্য রোগ-ব্যাধি। এসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ

প্রথমত: শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং নবাবিস্কৃত ঔষধপত্র ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে যিকির-দু'আর সমন্বয়ে রুকিয়াহ এর মাধ্যমে চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া। কেননা, এতে কোন উপকার হয় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রুকিয়াহ , জ্বিন-যাদু বিশ্বাসই করে না।

দ্বিতীয়ত: শুধুমাত্র যিকির-দু'আর উপর নির্ভর করে রুকিয়াহ দ্বারা সব রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে। এটা ব্যতীত আধুনিক পদ্ধতিতে ডাক্তার, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা ফলপ্রসূ হবে না এবং তা অপ্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত দুটি মতের পর্যালোচনাঃ

আমরা মনে করি উল্লেখিত দুটি মতই বিভ্রান্তিকর। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সঠিক বলে দাবী করছে। অথচ সঠিক কথা হলো যে, সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসা এবং শরীয়ত সম্মত রুকিয়াহকে আলাদা করে ভাবা ঠিক নয়। অবস্থাভেদে একটা অপরটার বিকল্প নয় বরং উভয়টারই প্রয়োজন আছে।

বিশিষ্ট্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ছুবায়ঈ বলেন: চোখ লাগা (বদ নজর), জ্বীন-যাদু ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রধান কারণ।[৬৬]

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: আধুনিক ডাক্তারী চিকিৎসা এবং রুকিয়াহ কোনটা চিকিৎসার সময় অগ্রাধিকার পাবে?

উত্তরঃ[৬৭] কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য যিকির-দু'আ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ভিত্তিমূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কুরআন তেলাওয়াত (অধ্যয়ন) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফরজ-ওয়াজিব সমুহ পালন করা এবং অন্য যা কিছু রবের সাথে বান্দাহর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তা একনিষ্ঠভাবে পালন করা। রুকিয়াহ কুরআন পাঠ (তেলাওয়াত) যিকির দু'আ সমূহ রোগ নিরাময়সহ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে। আর যখন বাহ্যিক ও ঈমানী উন্নতি সাধিত হয় তখন শরীরের যাবতীয় মানসিক রোগ-ব্যধি প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

---

৬৬. মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ, সংখ্যা-১৪৭৯, তারিখ-১০/০৯/১৪১৫ হিজরী।
৬৭. দেখুন: আররুক্বিয়া ওয়ার-রুক্বাহ, পৃষ্ঠা-৬৪, খলিল বিন ইব্রাহীম আমীন।

ঔষধের সাথে রুকিয়াহ :

وعن علي قال : بينا رسول الله ﷺ ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فناولها رسول الله ﷺ بنعله فقتلها فلما انصرف قال : " لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا وغيره " ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين . رواهما البيهقي في شعب الإيمان (صحيح)

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত আদায় রত ছিলেন। তদবস্থায় তিনি যমীনে হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। সাথে সাথে তিনি জুতা দ্বারা আঘাত করে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। তারপর সালাত শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। সে নামাযী, বেনামাযী অথবা বলেছেন, নবী বা অন্যলোক কাকেও রেহাই দেয় না। এরপর তিনি কিছু লবণ এবং পানি নিয়ে তা একটি পাত্রে মিশ্রিত করলেন। তারপর আঙ্গুলের দৃষ্টস্থানে পানি ঢালতে এবং দৃষ্ট স্থানটি মুছতে লাগলেন। আর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস দ্বারা স্থানটিকে ঝাড়তে লাগলেন।[৬৮]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঔষধ ব্যবহারের সাথে সাথে রুকিয়াহ ও জারী রেখেছেন।

জ্বীনে ধরার কারণসমূহঃ

কিছু বিষয় রয়েছে যার কারণে জ্বীন মানুষকে আছর করে থাকে।

১. প্রেম। কোন পুরুষ জ্বীন কোন নারীর প্রেমে পড়ে যায়, অথবা কোন নারী জ্বীন যদি কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে তাহলে জ্বীন তার ঐ প্রিয় মানুষটির উপর আছর করে।

২. কোন মানুষ যদি কোন জ্বীনের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে বা কষ্ট দেয় তাহলে জ্বীনটি সেই মানুষের উপর চড়াও হয়। যেমন: জ্বীনের গায়ে আঘাত

---

৬৮. বায়হাকী হাদীছটি শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন; মিশকাত (আরবী) হা/৪৫৬৭; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস) হা/৪৩৬৬; তাহক্বীক আলবানী সানাদ সহীহ।

করলে, তার গায়ে গরম পানি নিক্ষেপ করলে, কিংবা তার খাদ্য-খাবার নষ্ট করে দিলে জ্বীন সেই মানুষের উপর চড়াও হয়।

৩. জ্বীন বিনা কারণে জুলুম-অত্যাচার করার জন্য মানুষের উপর চড়াও হয়। তবে এটি পাঁচটি কারণে হতে পারেঃ (ক) অতিরিক্ত রাগ (খ) অতিরিক্ত ভয় (গ) যৌন চাহিদা লোপ পাওয়া (ঘ) মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা (ঙ) নোংড়া এবং অপবিত্র থাকা।

করো মধ্যে এ স্বভাবগুলো থাকলে জ্বীন তাকে আছর করে অত্যাচার করার সুযোগ পায়।

৪. কারো ক্ষতি করার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে যাদুর মাধ্যমে জ্বীনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় লাগিয়ে দেওয়া হয়।

জ্বীনের আছর থেকে বাঁচতে হলে যা যা করতে হবেঃ

(১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ও ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করা।
(২) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ পাঠ করা।
(৩) পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় দু'আ পাঠ করা।
(৪) প্রতিদিন নিদ্রা গমনকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।
(৫) খাবারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা।
(৬) ঘরে প্রবেশের দু'আ পাঠ করা। ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা।
(৭) হাই তোলার সময় মুখে হাত দেয়া।
(৮) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা।
(৯) ঘরে আল কুরআন তেলাওয়াত করা বিশেষ করে সূরা বাকারা পাঠ করা।
(১০) কোন গর্তে পেশাব-পায়খানা না করা।
(১১) ঘরে কোন সাপ দেখলে তা মারতে তাড়াহুড়ো না করা।
(১২) স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় দু'আ পাঠ করা।
(১৩) সন্ধার সময় বাচ্চাদেরকে বাহিরে বের হতে না দেওয়া।
(১৪) জ্বীনদের কাছে আশ্রয় বা তাদের সাহায্য না চাওয়া।

বদনজরঃ

আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা.) বলেনঃ বদনযর লাগা সত্য।[৬৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন,

أَكْثَرَ مَنْ يَمُوْتُ مِنْ أُمَّتِيْ- بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقُدْرَةِ بِالْعَيْن. صحيح الجامع

আমার উম্মতের অধিকাংশ লোকের -আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার পরে -মৃত্যু হয় বদ-নজরে আক্রান্ত হয়ে।[৭০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ভাগ্যকে কোন জিনিস অতিক্রম করতে সমর্থ হলে কু-দৃষ্টিই তা অতিক্রম করতে পারত'।[৭১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "কোন মানুষই হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত নয়, তবে দুষ্ট এবং মন্দ লোকেরটা প্রকাশ পায় এবং ভদ্র-ভাল মানুষেরটা প্রকাশ পায়না"।[৭২]

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কারো উপর বদনজর লাগলে নবী করীম (সা.) রুকিয়াহ (ঝাড়-ফুক) করার নির্দেশ দিতেন।[৭৩]

নিজের বদনজর থেকে অন্যকে রক্ষা করার দু'আঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ কেউ যদি কোন জিনিস দেখে আশ্চর্যবোধ করে তবে সে যেন বলে مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

মা-শা আল্লাহু লা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ

অর্থঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, আল্লাহর ক্ষমতা ব্যতীত আর কোন ক্ষমতা নেই[৭৪]।

মানুষের বদনজর থেকে নিজেকে রক্ষার দু'আঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَّيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

---

৬৯. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৯৪, ৫৫৯৫; সুনান আবু দাউদ হা/৩৮৭৯; সহীহ মুতাওয়াতির।
৭০. সহীহ আল জামে -৪০২২।
৭১. সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৬২; সহীহহা হা/ ১২৫১-১২৫২।
৭২. ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া, কিতাবুস সুলুক ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২৫।
৭৩. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৪৩২৮।
৭৪. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, ১৮: ৩৯।

উচ্চারণঃ আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুল্লি শাইত্বানিন ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ।[৭৫]

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুক্তি চেয়েছেন বদনজর হতে (বিভিন্ন দু'আ পাঠ করে)। কিন্তু যখনই সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব নাযিল হলো, তিনি সব ছেড়ে দিয়ে এ দুই সূরাই পড়তেন (বিশেষ করে সালাত আদায়ের পর ও শোয়ার সময়)।[৭৬]

বদ-নযরের আশংকা থাকলে যা বলবেঃ

নবী করীম (সা.) বলেন: যখন তোমাদের কেউ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার উচিত সে যেন এর জন্য বরকতের দু'আ করে) কারণ চক্ষুর (বদনযর) সত্য।[৭৭]

আত্মীক রোগ-ব্যাধীর কিছু লক্ষণীয় উপসর্গঃ

১. আল্লাহর এবং আনুগত্যমুলক নেক কাজ থেকে বিরত থাকা বিশেষ করে ছালাতের ক্ষেত্রে।

২. দৈহিক কোন কারণ ছাড়াই সব সময় মাথা ব্যথা লেগে থাকা।

৩. অনিয়ন্ত্রিত কথা-বার্তা, অত্যাধিক ক্রোধ এবং ইচ্ছা শক্তির বিলোপ ঘটা।

৪. এলোমেলো চিন্তা করা।

৫. অস্বাভাবিক মাত্রায় চেতনা ও স্মরণশক্তি (ভুলে যাওয়ার প্রবণতা) লোপ পাওয়া।

৬. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শৈথিল্যতা, স্নায়বিক বৈকল্যতা এবং অধিক মাত্রায় দৈহিক অলসতার কারণে কর্মস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটা।

৭. সর্বদা মানসিক অস্থিরতা-অশান্তি ও দুঃশ্চিন্তাগস্থ থাকা এবং সব সময় সংকীর্ণ মানসিকতায় জড়িয়ে থাকা।

৮. রাতে সহজে ঘুম না আসা এবং ঘুমে বিঘ্ন ঘটা।

৯. ঘুমের ঘুরে কারো সাথে কথা বলা অথবা উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করা।

---

৭৫. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৩৩৭১, তাও: ৩১২৯ ইস:ফাউ, ৩১২১ আধু: প্রকাশনী।

৭৬. সুনান আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৫১১; সানাদ সহীহ।

৭৭. মুসনাদে আহমদ ৪/৪৪৭; সুনানে ইবনে মাযাহ, মুয়াত্তা মালেক; আলবানী (রহ.) একে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল-জামে ১/২১২; যাদুল মা'আদ ৪/১৭০।

১০. ঘুমন্ত অবস্থায় হাসা, ক্রন্দন করা অথবা চিৎকার দেয়া।
১১. সাপ, বিচ্ছু, কুকুর, বিড়াল, দৈত্য-দানব ইত্যাদি ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।
১২. হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে হাটা আরম্ভ করা। অথচ সে বুঝতে পারে না।
১৩. ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কাটা, উঁচু স্থান থেকে পড়ে যেতে দেখা, কবরস্থানের মধ্যে হাটা বা নির্জন ও ভীতিকর জায়গায় গমন করা।
১৪. ঘুমন্ত অবস্থায় অদ্ভুত ধরনের লোক স্বপ্নে দেখা; যেমন অত্যাধিক লম্বাকৃতি কিংবা বেঁটে।
১৫. অতিরিক্ত লাজুকতা (অধিক লজ্জা বা ভীরুতা এবং জন-মানব থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকতে পছন্দ করা)।
১৬. ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাতে ভাল লাগে না অথবা তাদের সাথে রুঢ়, নির্মম আচরণ করা। বেশী বেশী পারিবারিক সমস্যায় উদ্ভব হওয়া।
১৭. সুন্দর ও সফল জীবনে ব্যর্থতা আর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া।
১৮. শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন ব্যথা-বেদনা সমস্যা দেখা দিলে তা আধুনিক কোন ঔষধে নিরাময় না হওয়া। ছোঁয়াচে, এলার্জি সর্দি-কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও চিকিৎসায় উপকার না পাওয়া।

রুকিয়াহ্ শারি'আহ্ এর বিনিময় গ্রহণঃ

১. আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা একটি জনপদে আসার পর তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করায় নি। এ রকম পরিস্থিতিতে তাদের বংশের প্রধানকে বিচ্ছু দংশন করে। তারা আমাদের নিকট এসে বলে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে বিচ্ছু দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করতে পারে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা যদি আমাদেরকে এক পাল বকরী প্রদান না কর তাহলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে সম্মত নই। তারা বলল, আমরা তোমাদের ত্রিশটি বকরী প্রদান করব। আমরা এ প্রস্তাবে রাজি হলাম। আমি সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে রোগমুক্ত হলো এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। আমরা বললাম, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে হাযির হওয়ার আগ পর্যন্ত (সিদ্ধান্তে পৌছাতে) তাড়াহুড়া করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: কিভাবে তুমি জানতে পারলে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? বকরীগুলো হস্তগত কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখো।[৭৮]

২. খারিজাহ ইবনুস সাল্‌ত আত-তামীমাহ (রা.) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছ হতে ফেরার পথে তিনি এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই গোত্রের এক পাগল লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, আমরা জানতে পারলাম যে, তোমাদের এক সাথী (নবী সা.) নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন? তোমাদের এমন কিছু জানা আছে কি যাতে তোমরা এর চিকিৎসা করতে পারো? অতএব আমি সূরাহ ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলাম। সে সুস্থ হয়ে গেলো। তারা আমাকে একশটি বকরী দিলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন: এ সূরাহ ছাড়া অন্য কিছু পড়ে ফুঁক দিয়েছো কি? মুসাদ্দাদ অন্যত্র বলেন, এ সূরাহ ছাড়া অন্য কিছু বলেছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন: তবে এ উপহার নিতে পারো। আমার জীবনের কসম! লোকেরা বাতিল মন্ত্র পড়ে রোজগার করে! আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোজগার করেছো।[৭৯]

৩. ইয়ালা বিন মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে তিনটি এমন বিষয় দেখেছি যা আমার পূর্বেও কেউ দেখেনি আর পরেও কেউ দেখেনি। আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা কোনো একটি রাস্তা অতিক্রম কালে সেখানে একজন মহিলা তার একটি শিশুকে সাথে নিয়ে বসা ছিল। মহিলা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই বাচ্চাটিকে বালা (জ্বিন) ধরে বসেছে। আর আমরা এর দ্বারা সমস্যাযুক্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিদিন কতবার যে, ধরে থাকে তা বলতে পারবো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, বাচ্চাটিকে আমার কাছে দাও। মহিলা বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে উঠিয়ে দিলো। তিনি বাচ্চাটিকে পালকীর মাঝে নিজের সামনে বসালেন। অতঃপর তার মুখ খুলে তাতে তিনবার এই বলে ফুক

---

৭৮. সহীহুল বুখারী, হা/২২৭৬; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬২৬, ৫৬২৮; সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৬৩; সহীহ ইবনু মাজাহ হা/২১৫৬; সুনান আবু দাউদ হা/৩৯০০।

৭৯. সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৯৬, ৩৯০১; সানাদ সহীহ।

দিলেন। بِسْمِ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ অর্থঃ আল্লাহর নামে ফুক দিচ্ছি। আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছিত হও। অতঃপর বাচ্চাটি মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আর বললেন, 'আমরা ফিরে যাওয়ার সময় এই স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবে এবং এই বাচ্চার অবস্থা জানাবে'।

আমরা চলে গেলাম। ফিরে আসার সময় মহিলাকে সেই স্থানে পেলাম। তার সাথে তিনটি বকরী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার বাচ্চার অবস্থা কি? সে বললো, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি যে, আমরা এখন পর্যন্ত তার মাঝে আর কোনো সমস্যা অনুভব করছি না। তাই এই বকরী গুলো পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, বাহন থেকে নেমে একটি বকরী গ্রহণ কর। আর বাকীগুলো ফিরিয়ে দাও।[৮০]

হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম :

(K) রাসূলুল্লাহ (সা.) বাচ্চাটিকে জিন মুক্ত করেছেন।

(L) বাচ্চাটির মা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পারিশ্রমিক দিলেন। এমনিভাবে জিন মুক্ত করার তদবীর করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া যায়।

(M) রাসূলুল্লাহ (সা.) পেশকৃত মালের কিছু অংশ ফেরত দিলেন। হতে পারে মহিলাটি নিজ সামর্থের চেয়ে বেশী দিয়েছে। হয়ত এ কারণে তাদের কষ্ট হবে, এ জন্য রাহমাতুললিল আলামীন কিছু অংশ ফেরত দিলেন।

---

৮০. ইমাম হাকিম (রহ.) "মুস্তাদরাক" নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত। হাদীস নং-৪২৩২।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কতিপয় চিকিৎসা উপাদানঃ

হাদীসে বিভিন্ন উপাদান থেকে চিকিৎসা গ্রহনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

মধুঃ

১. মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়'।[৮১]

২. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে তাহলে তা আছে হিজামার মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুন দিয়ে ঝলসানোর মধ্যে। রোগ অনুসারে। আমি আগুন দিয়ে দাগ দেয়া পছন্দ করি না।[৮২]

৩. আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নাবী (সা.)-এর নিকট একজন লোক এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা (উদরাময়) হচ্ছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করায়, তারপর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে দাস্ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ তাকে মধূ পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে মধু পান করানোর পর এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি তাকে তা পান করিয়েছি। কিন্তু এর ফলে তার দাস্ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণানাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন (মধুতে নিরাময় আছে), কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা বলছে। আবার তাকে মধু পান করাও। অতএব, লোকটি তাকে মধু পান করায় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।[৮৩]

যাইতুনের তেলঃ

যাইদ ইবনু আসলাম (রাহ.) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমরা (যাইতুনের) তেল

---

৮১. আল কুরআন, সূরাহ আন-নাহলঃ ৬৯।

৮২. সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) হা/৫৬৮৩, ৫৭০২, ৫৭০৪; আ.প্র. হা/৫২৭২; ই.ফা. হা/৫১৬৮।

৮৩. সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৫৬৮৪; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৬৩; সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৮২ (হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী)।

খাও এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা বারকাত ও প্রাচুর্যময় গাছের তেল।[৮৪]

কালোজিরাঃ

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নাবী (সা.) বলেছেনঃ তোমার এই কালো বীজ (কালোজিরা) নিজেদের জন্য ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।[৮৫]

ওয়াটার থেরাপীঃ

ইবনু 'উমার (রা.)-বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ জ্বর জাহান্নামের সঞ্চিত উত্তাপ; তাই তাকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও।[৮৬]

আজওয়া খেজুরঃ

নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সাতটি আজওয়া (মদিনায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট খুরমা) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।[৮৭]

মেহেদীর ব্যবহারঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেহে কোন তলোয়ার বা দা-এর আঘাতে ক্ষত হলে, তিনি তাতে মেহেদী লাগানোর জন্য নির্দেশ দিতেন।[৮৮]

ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) প্রসঙ্গেঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আজওয়া হচ্ছে জান্নাতের খেজুর বিশেষ এবং এর মধ্যে বিষের প্রতিষেধক রয়েছে। ছত্রাক হলো মান্ন (মাসরুম) নামক আসমানী খাবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক।[৮৯]

---

৮৪. সহীহ আত-তিরমিযী, হা/১৮৫১; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৩১৯; সানাদ সহীহ।
৮৫. সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৫৬৮৮;, সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৫৯, ৫৬৬১; সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৪১; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৪৭।
৮৬. সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৫৭২৩-২৬; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৪৪-৫৩; (হাদীস একাডেমী); সহীহ আত-তিরমিযী, হা/২০৭৩; সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৭৩।
৮৭. সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৫৭৬৮, ৫৭৬৯।
৮৮. সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৫৪ (হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী)।
৮৯. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৬৬-২০৬৮ (হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী)।

তথ্যসুত্রঃ

১. কুরআনুল কারীম।
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
২. সহীহুল বুখারী।
৩. সহীহ মুসলিম।
৪. সুনান আত-তিরমিযী {তাহক্বীক আলবানী (রহ.)}।
৫. সুনান আবু দাউদ {তাহক্বীক আলবানী (রহ.)}।
৬. সুনান ইবনে মাযাহ {তাহক্বীক আলবানী (রহ.)}।
৭. সুনান আন-নাসাঈ {তাহক্বীক আলবানী (রহ.)}।
৮. যাদুল মায়'দ, লেখক: ইবনুল কাইয়িম (রহ.)।
৯. যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি, লেখক: ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী।
১০. আক্বীদার মানদন্ডে তাবিজ, লেখক: আলী বিন নুফায়ী আল্-উলাইয়ানী।
১১. কুরআন-হাদীসের আলোকে যাদুটোনা, ঝাড়ফুঁক, জ্বীনের আছর, তাবিজতুমার, প্রকাশক: পিস পাবলিকেশন।
১২. জিন এবং জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিকার, লেখক: ড. আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহীম আমীন।
১৩. দালিলুল হাজ্জামীন, লেখক, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। তিনি পাঠকের দোয়া প্রার্থী। প্রকাশকাল-২০০০ইং, ১৪২১ হিজরী, বাহরাইন থেকে সংগৃহীত।

উসামাহ বিন শরীক (রা.) সূত্রে বার্ণত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর নিকট এসে দেখলাম তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর যেন পাখী বসে আছে, অর্থাৎ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি সালাম দিয়ে বসলাম। অতঃপর এদিক-সেদিক হতে কিছু বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন, "তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো' কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন"।

সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৫৫; সানাদ সহীহ

কিছু কথা:

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-কে সমস্ত বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। রাসূল (সা.)-এর ব্যবহৃত ও অনুমোদিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সবার জন্য উপকারী। রাসূল (সা.)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জাতির সমনে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

রুকিয়াহ শারিয়াহ (শরিয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক) ও হিজামা (সিংগা) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যবহৃত ও অনুমোদিত দু'টি চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা ধর্মীয় লেবাস ও ভিন্নী ব্যবহার করে সরল প্রাণ ধর্মভীরু মুসলিমদেরকে তাদের বিপদ-আপদে, ও দুর্বলতার সুযোগে বিভ্রান্ত করে হাতিয়ে নিচ্ছে আর্থিক ফায়দা। সাথে সাথে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে শিরকী কুফরী আকিদা ও বিশ্বাস। জ্বীন, যাদু, তাবজাতী তাদের প্রধান হাতিয়ার। এদের ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্যও আমাদের এ প্রয়াস।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! সতর্ক হোন

বিপদ-আপদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরীক্ষা করেন। আমরা যেন পরীক্ষায় হালাল চিকিৎসা ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখেরাতকে সমৃদ্ধ করি এবং অবৈধ চিকিৎসা থেকে বেঁচে থাকি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন!

Ruqyah Shariah & Hijama Therapy Center Sylhet
রুকিয়াহ শারি'আহ এন্ড হিজামা থেরাপি সেন্টার সিলেট
প্রধান কার্যালয়: ৩/১ কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট। যোগাযোগ: ০১৭১২৬৬৮৩৪৫; ০১৯২০৭৩৭৭৩০